প্রথম আলো

তারিখ 22 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৪০ কলাম ৩

শুক্রবারের সম্পাদকীয়

উচ্চশিক্ষার কী হাল

নির্বাচন বলে কি পড়াশোনা বন্ধ থাকবে?

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ডামাডোলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের দৃষ্টির আড়ালে পড়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। এ মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, রংপুরের কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ দেশের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যত শিক্ষার কোনো পরিবেশ নেই।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকা ধর্মঘটে এক মাস ধরে অচল হয়ে আছে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তারও প্রায় দেড় মাস আগে ২ অক্টোবর শুরু হয় দুর্গাপূজা ও ঈদের ছুটি; বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা ছিল ২৯ অক্টোবর। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন নিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনিশ্চিত হয়ে উঠলে ছুটি বাড়ানো হয় ১১ নভেম্বর পর্যন্ত। ১৯ নভেম্বর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ওপর ছাত্রদলের হামলার পর থেকে চলছে ধর্মঘট। আগামী ২৪ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। এ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সংঘাতের আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির হলে হলে অনেক অবৈধ অস্ত্র রয়েছে, পুলিশ ও ছাত্রদলের ক্যাডাররা হলগুলো পাহারা দিচ্ছে। ছাত্রলীগ কর্মীদের কেনো হলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

ঢাকা কলেজেও একই অবস্থা। ইডেন মহিলা কলেজে ছাত্রদলের নেত্রীরা সাধারণ ছাত্রীদের বিএনপির মহাসমাবেশে যেতে বাধ্য করার পর থেকে সেখানে উত্তেজনা চলছে। রংপুর কারমাইকেল কলেজে গত মঙ্গলবার ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের পর বুধবার থেকে কলেজটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে গত মঙ্গলবার। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রয়েছে, কিন্তু সংঘাতের আশঙ্কায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার অনেক কম। অনেকে বাড়ি চলে গেছেন নির্বাচনের আগে আর ফিরবেন না বলে।

বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কবে খুলবে?

রাষ্ট্রীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে প্রশ্ন জাগে, সামনে নির্বাচন বলে কি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা বন্ধ থাকবে? বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর উপাচার্য ও অধ্যক্ষরা তাহলে কী দায়িত্ব পালন করছেন? তাঁরা নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্যা, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের কথা ভাবেন, নাকি রাজনৈতিক অভিভাবকদের অঙ্গুলি হেলনে কাজ করেন?

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী দেশের উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রের এই দুর্দশা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন, দেশের শাসকশ্রেণী, যারা ক্ষমতায় থাকে ও যারা ক্ষমতায় যেতে চায়, তারা উভয়ে শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন। তারা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসমাজকে কেবল সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে চায় বলেই আজ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা এমন শোচনীয়।

এ অবস্থা তো চলতে পারে না। প্রথমত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসমাজের মধ্য থেকেই এর প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার। তাঁরা যদি রাজনৈতিক দলগুলোর সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবেন না বলে সিদ্ধান্ত নেন, তাহলেই অবস্থার অনেক পরিবর্তন হতে পারে। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একেবারেই নেই—এটা আমরা বিশ্বাস করি না। তাঁদের উদ্যোগও একান্ত জরুরি।